সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৭তম বর্ষ ❑ অষ্টম সংখ্যা ❑ অগ্রহায়ণ-১৪৩০, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৩ ❑ পৃষ্ঠা ৮

স্মার্ট কৃষি বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশ হবে সোনার বাংলা ... ২

শেষ হলো কৃষি ক্যাডার কর্মকর্তাদের মৌসুমব্যাপী ... ৩

সমলয় প্রদর্শনীর শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত ... ৪

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের নিশ্চিত করতে পারলেই স্মার্ট কৃষিতে ... ৫

মাটির টেকসই ব্যবস্থাপনায় ২০৫০ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য চাহিদা মেটাতে খাদ্য উৎপাদন ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, মাটির টেকসই ব্যবস্থাপনায় ২০৫০ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য চাহিদা মেটাতে খাদ্য উৎপাদন ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি হবে। তিনি বলেন বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, মানুষের অসচেতন ক্রিয়াকলাপের কারণে মাটির অবক্ষয় ও পানি সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এফএওএর তথ্য মতে মাত্র ২-৩ সেন্টিমিটার মাটি তৈরি করতে ১০০০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। বিশ্বে ৩৩ শতাংশ মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে বক্তব্য রাখছেন

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনে প্রণোদনা বাড়ানো হবে- কৃষিসচিব

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার। তিনি বলেন, পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য আমরা গ্রীষ্মকালীন *এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩*

হাওর অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নে 'ফ্রিপ' (FREAP) এর আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে ফ্লাড রিকনস্ট্রাকশন ইমার্জেন্সি এসিস্ট্যান্টেন্ট প্রজেক্টের (Flood Re-construction Emergency Assistant Project (FREAP) আঞ্চলিক কর্মশালা ১৯ *এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩*

আখের বাম্পার ফলন হয়েছে গাজীপুরের কালীগঞ্জে

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জে উপজেলায় আখ চাষে বাম্পার ফলন হয়েছে। উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নেই কমবেশি আখের চাষ হয়েছে। তবে বাহাদুরসাদী, জামালপুর, মোক্তারপুর ও কালীগঞ্জ পৌরসভায় একটু বেশি চাষ হয়েছে। এ উপজেলায় বিভিন্ন জাতের আখ চাষ হলেও ঈশ্বরদী ১৬ ও ৩৬, টেনাই, বিএসআরআই ৪১ ও ৪২ জাতের আখ বেশি চাষ হচ্ছে। দিন দিন আখ চাষে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে যে আগ্রহ লক্ষ্য করা

গেছে, এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করবে।

বাহাদুরসাদী ইউনিয়নের খলাপাড়া গ্রামের আখচাষি ইসলাম সরকার বলেন, 'আমি নিজেই সব কাজ করি। এজন্য খরচ খুব একটা হয় না। তবে ৯ শতাংশ জমিতে আমার মাত্র ১০/১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। গত বছর একই পরিমাণ জমিতে একই খরচে ৮০ হাজার টাকা বিক্রি করলেও এ বছর ওই জমির আখ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা বিক্রি করেছি।' একই গ্রামের আব্দুল বাতেন জানান, তিনি মাত্র ৫ শতাংশ জমিতে আখ চাষ করেছেন। গত বছরও তিনি একই পরিমাণ জমিতে আখচাষ করেছেন। তবে ৩২ হাজার টাকা বিক্রি করলেও এ বছর বিক্রি করেছেন ৪০ হাজার টাকা। বাশাইর গ্রামের আখচাষি আব্দুর রহমান জানান, তিনি এই বছর ১০ শতাংশ জমিতে আখের চাষ করেছেন। তিনি ৫৫ হাজার টাকা বিক্রি করেছেন। উপজেলার বক্তারপুর ইউনিয়নে দেউলিয়া গ্রামের আখচাষি আবেদ আলী জানান, এবার প্রথম তিনি ৪ বিঘা জমিতে আখের চাষ করেছেন। গত বছর প্রতিবেশীকে দেখে আখ চাষে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। ফলন এবং ন্যায্যমূল্যে খুশি বলেও জানান ওই আখচাষি। কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ফারজানা তাসলিম বলেন, উপজেলার যেসব এলাকায় আখ চাষ বেশি হচ্ছে, স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ওই এলাকার আখচাষিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী দেয়াসহ আখ মাড়াইযন্ত্র দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আখ লাগানো থেকে শুরু করে উঠানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে-ধাপে সার প্রয়োগ ও রোগবালাই নিয়ে পরামর্শ দিচ্ছে মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

স্মার্ট কৃষি বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশ হবে সোনার বাংলা

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসরণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আয়োজনে আঞ্চলিক কর্মশালা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে গত ০১ ডিসেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকার সরেজমিন উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ মো: তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ ড. শেখ মো: রুহুল আমীন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সরদার শফি উদ্দিন আহমদ, রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: মোজদার হোসেন ও পাবনার ঈশ্বরদী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মো: মাহমুদুর ফারুক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: শামছুল ওয়াদুদ।

কর্মশালার শুরুতেই কৃষি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. এস এম হাসানুজ্জামান। আঞ্চলিক কর্মশালায় রাজশাহী বিভাগের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, অতিরিক্ত উপপরিচালক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ২০০ জন কর্মকর্তাসহ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মো: তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই

মো: দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার ব্রি ধান৯৫ এর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার মতিগঞ্জে ব্রি ধান৯৫ এর মাঠ দবিস অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ নভেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ মো: একরাম উদ্দিন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফেনী। তিনি বলেন আমন মৌসুমে অল্প সময়ে আহরণযোগ্য প্রায় ৬ মেট্রিকটন প্রতি হেক্টরে ফলন পাওয়া যায়। খুব সহজে ধান হেলে পড়ে না। স্বল্প জীবন কালীন হওয়ায় জমিতে তেল জাতীয় ফসল সরিষার চাষ করতে পারবেন, সরকার পক্ষ থেকে প্রকল্পের আওতায় যতটুকু সম্ভব প্রণোদনা দেয়া হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মউন উদ্দিন আহমেদ, উপজেলা কৃষি অফিসার, সোনগাজী, ফেনী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সির। জেলা বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা কৃষিবিদ জহির অহমেদসহ এলাকার প্রায় একশত জন কৃষক/ কৃষাণি ও এ আই এস এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

খুলনা ও যশোর অঞ্চলের মাশরুম উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা ও দলভুক্ত চাষিদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার। সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন। এ সভার আয়োজন করেন মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (২৫ নভেম্বর ২০২৩ শনিবার) প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

শেষ হলো কৃষি ক্যাডার কর্মকর্তাদের মৌসুমব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও অর্থ উইং এর কৃষিবিদ মো: জয়নাল আবেদীন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করছেন

পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) আওতায় ৬০ দিনব্যাপী "মৌসুমব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ" পাবনা, টেবুনিয়া হর্টিকালচার সেন্টারে ২৪ নভেম্বর ২০২৩ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে শেষ হয়। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জেলা উপজেলা হতে মোট ৪০ জন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার/সমমান (কৃষি ক্যাডার) কর্মকর্তাদের মাঠ দিবস ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা খামারবাড়ি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও অর্থ উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ মো: জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সরকার শফি উদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ির উপপরিচালক কৃষিবিদ ডক্টর মো: জামাল উদ্দীন, টেবুনিয়া হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ এ এফ এম গোলাম ফারুক হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার, আইপিএম স্পেশালিস্ট কোর্স সমন্বয়কারী, আটঘরিয়া উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার, পাবনা কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহকারী তথ্য অফিসারসহ আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথি ও কৃষক-কৃষাণি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো: সালাহ্ উদ্দীন সরদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও আইপিএম স্পেশালিস্ট কৃষিবিদ মো: ফায়জুল ইসলাম ভূঞা। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। *মো: এমদাদুলহক, কৃতসা, পাবনা*

পুষ্টি কর্নার : কুল/বরই

কুলে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'এ', ভিটামিন'সি' ও খনিজলবণ থাকে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কুলে জলীয় অংশ ৭৩.২ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ১.০ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬০, পানি (গ্রাম) ৮৪.৩, আমিষ ১.৯ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ১২.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৪ মিলি গ্রাম, লৌহ ০.৮ গ্রাম, জিংক ০.৩২ মিঃগ্রাম, ভিটামিন এ ২ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.০২ মিঃ গ্রাম, রাইবোফ্লাবিন ০.০৬ মিঃ গ্রাম, ভিটামিন সি ৬৬.১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কুল ও পাতা বাটা বাতের জন্য উপকারী, ফল রক্ত পরিষ্কার এবং হজম সহায়ক। পেটে বায়ু ও অরুচি রোধে ফুল থেকে তৈরি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। শুকনো কুলের গুঁড়া ও আখের গুড় মিশিয়ে চেটে খেলে মেয়েদের সাদা স্রাবের কিছুটা উপকার হয়। কুল বাংলাদেশের সর্বত্র উৎপাদিত হয়। তবে রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহে উৎকৃষ্ট জাতের কুল আবাদ হয়ে থাকে। সাধারণত পাকা ও টাটকা অবস্থায় কুল খাওয়া হয়। কুল থেকে আচার, চাটনি ও অন্যান্য মুখরোচক খাবার ও তৈরি করা যায়।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

সিলেটে সমলয় প্রদর্শনীর শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি

উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট সদর, সিলেট এর আয়োজনে সিলেটের সদর উপজেলায় মোগলগাঁও ইউনিয়নের বানাগাঁওয়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত ৫০ একর আমন ধানের সমলয় চাষাবাদ (Synchronised Cultivation) প্রদর্শনীর কম্বাইন হারভেস্টার দ্বারা শস্যকর্তন ও কৃষক সমাবেশ ২১ নভেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শেখ রাসেল হাসান, জেলা প্রশাসক, সিলেট এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন সার ও বীজের সহজ প্রাপ্যতার কারণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সার ও বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণে ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছেন। যা বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসে আগে কখনো হয়নি। সে কারণে ২০০৮ সালের থেকে বর্তমানে সামগ্রিক কৃষিতে উৎপাদন প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মো. জসিম উদ্দিন; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেটের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা; সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাছরীন আক্তার; উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ অপূর্ব লাল সরকার ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কামরুন নাহার প্রমুখ। পরে বিভাগীয় কমিশনার স্থানীয় কৃষকের জমির ধান কাটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং জমিতে সরিষার বীজ বপন করেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

হাটহাজারী, চট্টগ্রামে কোটিপতি কৃষকের মেলা-২০২৩ অনুষ্ঠিত উদ্যোক্তাগণকে সম্মাননাস্মারক ও ক্রেস্ট প্রদান করছেন ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (এমপি) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ১৩ নভেম্বর ২০২৩ ইং হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

কৃষিবিদ সুলতানা রাজিয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনে প্রণোদনা বাড়ানো

প্রথম পাতার পর

পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করছি। গ্রীষ্মকালে পেঁয়াজের চাষ জনপ্রিয় করতে কৃষকদেরকে আমরা বিনামূল্যে বীজ, সার দিচ্ছি। ইতোমধ্যে এর সুফল আমরা পাচ্ছি। সেজন্য, আগামী বছর থেকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা আরও বাড়ানো হবে। এর ফলে আগামীতে স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। ২৫ নভেম্বর ২০২৩ শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার ইছাখালী গ্রামে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশে কৃষিসচিব এসব কথা বলেন।

এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. এনামুল হক, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের খুলনা অঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কৃষক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়াতে কৃষি মন্ত্রণালয় গত কয়েক বছর ধরে কৃষকদেরকে প্রণোদনা হিসাবে বিনামূল্যে বীজ, সার প্রভৃতি বিতরণ করছে। চলমান বছরেও ৩২ কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

এ বছর ৫১ হাজার টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রণোদনা দেয়ার ফলে গত ২০২২-২৩ বছরে ৩৯ হাজার টন আর ২০২১-২২ বছরে ৩৭ হাজার টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

খুলনার পাইকগাছায় সরিষা ফসলের মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠিত

খুলনার পাইকগাছা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর ২০২৩ বিকালে উপজেলার গোপালপুর ব্লকের পুরাইকাটি গ্রামে সরিষা ফসলের মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহন কুমার ঘোষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিএই খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, বিগত বছরের তুলনায় দেশে তেল ফসলের আবাদ অনেকাংশে বেড়েছে যায় ফলে সরকারের প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার ভোজ্যতেল কম আমদানি করতে হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন রোপা আমন জাতের ধান আবাদ করে বারি সরিষা-১৪ জাতের সরিষা চাষের পর বোরো ধান চাষ করা সম্ভব হবে। এভাবে জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রতি ইঞ্চি জমির সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় প্যাটার্ন-ভিত্তিক সরিষার একক প্রদর্শনীর মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ এ, এইচ এম জাহাঙ্গীর আলম, ডিএই খুলনার অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ মহাদেব চন্দ্র সানা ও অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) কৃষিবিদ এস এম মিজান মাহমুদ, সংরক্ষিত নারী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যা রাখি বেগম ও তেল উৎপাদনকারী কৃষক আব্দুল আজিজ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ অসীম কুমার দাস। অনুষ্ঠানে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ তেল উৎপাদনকারী কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোহন কুমার ঘোষ, অতিরিক্ত পরিচালক ডিএই, খুলনা অঞ্চল

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গবেষকরা তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন

শেষ পাতার পর

সেগুলোর মূল্যায়ন এবং এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী ২০২৩-২০২৪ গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বারির বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ৬৫২টি উচ্চফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে চাষোপযোগী জাত এবং ৬৪০টি অন্যান্য উৎপাদন প্রযুক্তিসহ এযাবৎ মোট ১,২৯২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, সবজি, মসলা এবং ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই-বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্যাটেলাইট অফিস, জিরো পয়েন্ট, খুলনা শুভ উদ্বোধন করেন সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার কৃষি মন্ত্রণালয় (২৪ নভেম্বর ২০২৩) *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

বরিশালের উজিরপুরে ব্রি ধান৮৭'র মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা ১৫ নভেম্বর ২০২৩ উপজেলার আটিপাড়ায় উপজেলা কৃষি অফিস এবং তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. শওকত ওসমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএই বরিশালের উপপরিচালক মো. মুরাদুল হাসান। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, উপজেলা কৃষি অফিসার কপিল বিশ্বাস, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক, ইউপি সদস্য মো. সোলায়মান সর্দার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. লোকমান হোসেন, কৃষক আক্তার হোসেন প্রমুখ। উল্লেখ্য, ব্রিধান ৮৭ উপযুক্ত একটি জাত। এছাড়াও আরো জাত রয়েছে। এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে। হবে কৃষককের জীবনমানের উন্নয়ন। অনুষ্ঠানে কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের নিশ্চিত করতে পারলেই স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তর সম্ভব : মহাপরিচালক, ডিএই

কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন, কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক, ডিএই,

বিয়াম মিলায়তন, কক্সবাজারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার আয়োজনে স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট কৃষি: পরিকল্পনা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বিষয়ক কর্মশালা ০৪ নভেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন কৃষি যান্ত্রিকীকরণের নিশ্চিত করতে পারলেই স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তর সম্ভব। তিনি আরো বলেন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আগামীতে উৎপাদিত কৃষি পণ্যসহ সেবাভিত্তিক উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি ও রপ্তানি সম্ভব।

উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ সফিউজ্জামান, উপ-পরিচালক (কন্দাল, সবজি ও মসলা)

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা অঞ্চলের আয়োজনে ২০ নভেম্বর ২০২৩ আঞ্চলিক বিভাগীয় মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিএই, ক্রপ্স উইং এর পরিচালক ড. মোহিত কুমার দে। এ সময় উপস্থিত থেকে কৃষি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা উপস্থাপন করেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাঙ্গারামপুর এর অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ জালাল উদ্দিন; ডিএই, কুমিল্লা জেলার উপপরিচালক, কৃষিবিদ আইউব মাহমুদ; হর্টিকালচার সেন্টার, কুমিল্লার উপপরিচালক, কৃষিবিদ মোঃ আমজাদ হোসেন; ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চলের সংস্থাপন ও উন্নয়ন শাখার উপপরিচালক, কৃষিবিদ শাহনাজ রহমান; ডিএই, চাঁদপুর জেলার উপপরিচালক ড. সাফায়েত আহম্মদ সিদ্দিকী; ডিএই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার উপপরিচালক, কৃষিবিদ সুশান্ত সাহা; কুমিল্লা জেলার বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, কৃষিবিদ মোঃ এহতেসাম রাসুলে হায়দার। *মো: মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা*

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের নিশ্চিত করতে পারলেই

পঞ্চম পাতার পর

হর্টিকালচার উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। মোঃ জয়নাল আবেদীন, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং) নাজিয়া শিরিন; কৃষিবিদ মোঃ রেজাউল করিম, পরিচালক, পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং; কৃষিবিদ মো: মতিউর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং; কৃষিবিদ মোহাং নাছির উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম। উক্ত কর্মশালায় ডিএই, খামারবাড়ি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ডিএইর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, মিডিয়াকর্মিসহ প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি ও এআইএস চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

বরিশালে বিনাধান-১৭'র মাঠদিবস অনুষ্ঠিত

বরিশালে বিনাধান-১৭'র ২২ নভেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাম্পাসে মাঠদিবস আয়োজন করা হয়। উপকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. ছয়েমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম। দক্ষিণাঞ্চলের সম্ভাবনাময় এই উচ্চফলনশীল গ্রীন সুপার রাইসের মাঠদিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে (ভার্চুয়ালি) ছিলেন বিনা ময়মনসিংহয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মুরাদুল হাসান এবং জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার সনজীব মৃধা। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাবুগঞ্জের উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মামুনুর রহমান, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক, কৃষক কাজী নজরুল ইসলাম রিয়াজ প্রমুখ। উল্লেখ্য, বিনাধান-১৭'র গাছের উচ্চতা কম। কাণ্ড এবং ছড়া বেশ শক্ত। তাই বাতাসে হেলে পড়ে না। জাতটি খরাসহিষ্ণু। সার ও সেচ কম লাগে। তেমন রোগবালাইও হয় না। স্বল্পকালীন এই জাতটির জীবনকাল ১০৮-১১০ দিন। এর চাল চিকন। ভাত হয় ঝরঝরা। এ জাতের ধান চাষ করে সরিষা আবাদ করা যায়। চাষের জন্য আবশ্যই উঁচু এবং মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। আর ১৫-১৮ দিনের বয়সের চারা লাগাতে হবে। বিঘা প্রতি এর গড় ফলন ২৫-২৭ মণ।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

হাওর অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নে ফ্লাড

প্রথম পাতার পর

নভেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। ফ্লাড রিকনস্ট্রাকশন ইমার্জেন্সি এসিসটেন্স প্রজেক্ট (ফ্রিপ) এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও Mr. Jaingbo Ning, Deputy Country Director. এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত ও প্রকল্পের কি নোট উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক ড. তৌফিকুর রহমান।

সম্মানিত কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, হাওর এলাকায় ফসল উৎপাদনে আগাম ও আকস্মিক বন্যা, সেচের পানির অপ্রতুলতা ইত্যাদি নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার ও এডিবির অর্থায়নে ফ্রিপ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিভিন্ন ধরনের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে পারবে।

বিএআরসি নির্বাহী চেয়ারম্যান, বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও সঠিক দিক নির্দেশনায় দেশ ইতোমধ্যেই দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্তু তারপরও আমাদের নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় যেমন- কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, কৃষি জমির হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমহ্রাসমান জমির উর্বরতা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে (ফ্রিপ) প্রকল্পটি গবেষণা থেকে উদ্ভাবিত সর্বশেষ টেকসই জাত ও ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে।

ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জিয়াংবো নিং বলেন, ফ্রিপ প্রকল্প হাওর অঞ্চলের কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং টেকসই জীবিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের সাথে এ প্রকল্পের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ফলে খাদ্যশস্য, সবজি ও ফল উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে এবং ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি এ প্রকল্পের জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাওড় অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের কারিগরি সেশন পরিচালনা করেন মো: রেজাউল করিম, পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, গবেষণার বিজ্ঞানীবৃন্দ, কৃষক প্রতিনিধি, কৃষক উদ্যোক্তা ও দাতা সংস্থার কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ড. তৌফিকুর রহমান,
প্রকল্প পরিচালক, ফ্রিপ প্রকল্প, ডিএই

মাটির টেকসই ব্যবস্থাপনায় ২০৫০ সালে

প্রথম পাতার পর

মাটি অবক্ষয় পানির অনুপ্রবেশ হ্রাস করে। যার ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য পানির প্রাপ্যতা কমে যায়। মাটি ব্যবস্থাপনা ক্রমবর্ধমান ও উন্নত রাখতে এবং সমাজকে উৎসাহিত করতে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতীয়ভাবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না নির্দেশনায় নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনার, সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ও মৃত্তিকা দিবস পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এবারের বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের প্রতিপাদ্য হলো মাটি ও পানি: জীবনের উৎস। এর উপর গুরুত্বারোপ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাটির উর্বরতা কৃষি জলবায়ু ও হাইড্রোলজির উপর ভিত্তি করে দেশব্যাপী ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল গঠন করা হয়েছে। পরিবেশ ও চাহিদা উপযোগী জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ফসল উৎপাদন পরামর্শক খামারি অ্যাপসহ নানারকম টেকসই মাটি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন ও সম্প্রসারণ করছেন। যা মাটিকে একটি মূল্যবান সম্পদ করে তুলবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ল্যান্ড অ্যান্ড সয়েল রিসোর্সেস ইউটিলাইজেশন গাইড' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন

সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ সয়েল অলিম্পিয়াড এবং মৃত্তিকা দিবসের পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন

কৃষি খাতে সহযোগিতায় এটি একটি নতুন অধ্যায়

শেষ পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশ আর্জেন্টিনা থেকে গম, সয়াবিনসহ গবাদিপশুর বিভিন্ন খাবার আমদানি করে। প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। পোল্ট্রির প্রোটিন নির্ভর করে সয়াবিনের ওপরে। সয়াবিন উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি হচ্ছে আর্জেন্টিনা। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে আর্জেন্টিনা থেকে ভালো দামে গম ও সয়াবিন আনা যাবে। এ ছাড়াও তাদের সঙ্গে আরও কৃষিপণ্যের ব্যবসা হবে। আমাদের কৃষিকে উন্নত করতে তারা সহযোগিতা করবে। এছাড়া জলবায়ু সংকটসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমাদের দেশ একসঙ্গে কাজ করবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা করতে যাচ্ছে। অনেক কৃষিপণ্যে দেশ উদ্বৃত্ত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আগামী দিনে উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্প স্থাপনে আর্জেন্টিনার সহযোগিতা পাবো। পাশাপাশি ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন ও জৈব প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আর্জেন্টিনার সহায়তা পাবো।

বাংলাদেশ আম, আনারস রপ্তানি করতে পারে আর্জেন্টিনায় উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন আলুসহ চিপস রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে। কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে আর্জেন্টিনায় রপ্তানি করা যাবে। এছাড়া বায়োটেকনোলজি, ন্যানো টেকনোলজির ক্ষেত্রে দেশটির সহায়তা নেয়া যাবে।

আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা বলেন, কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে অনেক সুযোগ রয়েছে। সমঝোতা স্মারকের মধ্য দিয়ে সেইসব খাতে কাজ করার সুযোগ আরো বাড়লো।

বাংলাদেশ আম, আনারস রপ্তানি করতে পারে আর্জেন্টিনায় উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন আলুসহ চিপস রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে। কৃষি প্রক্রিয়াজাত করে আর্জেন্টিনায় রপ্তানি করা যাবে। এছাড়া বায়োটেকনোলজি, ন্যানো টেকনোলজির ক্ষেত্রে দেশটির সহায়তা নেয়া যাবে।

সমঝোতা স্মারকে সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো হলো জলবায়ু স্মার্ট প্রযুক্তি, মাটি ব্যবস্থাপনা, প্রিসিসন কৃষি, সেচ ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ, উত্তম কৃষি চর্চা বা গ্যাপ, কৃষিপণ্যের বিপণন ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নসহ প্রভৃতি বিষয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার এর সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ এর অধ্যাপক ড. মোঃ মিজানুর রহমান, মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের প্রাক্তন ডিন অধ্যাপক ড. এম. জহির উদ্দিন। সেমিনারে সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন Arnoud Hameleers, FAO Representative ad interim in Bangladesh.

উল্লেখ্য, সেমিনারে সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ সয়েল অলিম্পিয়াড এবং মৃত্তিকা দিবসের পুরস্কার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং ল্যান্ড অ্যান্ড সয়েল রিসোর্সেস ইউটিলাইজেশন গাইড বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ বার্তা
৪৭তম বর্ষ ❑ অষ্টম সংখ্যা
❑ অগ্রহায়ণ-১৪৩০ বঙ্গাব্দ; নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

কৃষি খাতে সহযোগিতায় এটি একটি নতুন অধ্যায় : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার জন্য প্রথমবারের মতো সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। চুক্তিতে আগেই স্বাক্ষর করেছিলেন আর্জেন্টিনার ইকোনমিক মাননীয় মন্ত্রী সার্জিও টমাস মাসা। তাঁর পক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা উপস্থিত ছিলেন।

০৭ ডিসেম্বর ২৩ বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে দুই দেশের মধ্যে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়। এসময় কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, যুগ্ম সচিব ড. মো. মাহমুদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বৈশ্বিক পর্যায়ের সহযোগিতায় এটি একটি নতুন অধ্যায়। এ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে গম ও সয়াবিন আমদানিসহ স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তিগত সহায়তায় বাংলাদেশ অগ্রাধিকার পাবে। ফুটবলের মাধ্যমে দেশটির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরো বৃদ্ধি করবে।

আর্জেন্টিনা কৃষি ও কৃষি প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত উল্লেখ করে এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও আর্জেন্টিনার পক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গবেষকরা তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সকলের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গবেষকরা তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই চলমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং এসডিজি পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করে দেশ এগিয়ে যাবে বলে আমি আশা করি। ০৮ ডিসেম্বর ২০২৩ শুক্রবার ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর 'কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২৩' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিসচিব প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম। অনুষ্ঠানে বারির গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউসুফ আখন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. মুন্সী রাশিদ আহমদ, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার। উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বারির বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২০২২-২০২৩ সালে যে সকল গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd